EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠান

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ড্যান মজীনা'র বক্তব্য

ঢাকা
৭ই নভেম্বর, ২০১২

শুভ সকাল, সবাইকে.. কী চমৎকার আজকের এই সকাল .. এবং শেষটাতো এখনো সামনে রয়েছে।

আমি ভিরাজকে সকল টিভি বক্তব্য থামাতে বলেছি এবং সকল ভিডিও ফিডস কেটে দিতে বলেছি, যাতে আমরা কয়েকটি মুহুর্ত নিঃশব্দ থাকতে পারি .. শুধু মাত্র কয়েক মুহুর্ত ..আজ সকালে আমাদের চোখের সামনে যে বৃহৎ ছবিটি প্রস্ফুটিত হচ্ছে তাকে ধারণ করার জন্য।

আপনাদের অনেকের মত আমিও ভেসে গেছি ঝুলন্ত বা সুইং স্টেট ও সুপার পলিটিকাল এ্যাকশন কমিটিগুলো, আক্রমণাত্বক বিজ্ঞাপন এবং নিরবিচ্ছন্ন ভোটার জরিপ এর আলোচনা ও বিতর্কের স্রোতে। আমার মত একজন রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার মানুষ হিসেবে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার এ ধরনের অসংখ্য বিশ্লেষণ, প্রতিটি বিষয়ে নিরবিচ্ছিন্ন ব্যবচ্ছেদ, সত্য বা কাল্পনিক, আমাকে এগুলোতে সম্পূর্ণে রূপে ডুবে থাকার ঝুঁকি নিতে হয়েছে। প্রতিবেদন, বিশ্লেষণ, প্রতিফলন, অনুমান থেকে বের হয়ে এই কয়েক মুহুর্তের বিরতিতে, আমি নির্বাচনের আলোচনা থেকে সরে বৃহৎ আঙ্গিকের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে চাই।

আজকের সকালে আমরা শুধুমাত্র ২০১২ এর আমেরিকান প্রেসিডেন্সিয়াল এবং কংগ্রেসের নির্বাচন এর প্রত্যক্ষ্যদর্শী তা নয়: আজকে এই সকালে আমরা গণতন্ত্রের ও প্রত্যক্ষ্যদর্শী.. আমরা প্রত্যক্ষ্য করছি গণতন্ত্র কার্যত.. এবং এটি কোন বিমূর্ত, তাত্বিক নয়.. আমরা প্রত্যক্ষ করছি বাস্তবিক গণতন্ত্র তার সকল প্রাণচাঞ্চল্য, রোমাঞ্চকর, ও ঘটমান। আমরা প্রত্যক্ষ্য করছি আমেরকার জনগণ তাদের ও তাদের সন্তানদের আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, ও আশা পূরণের জন্য তাদের মতামত জানাচ্ছে। এটিই গণতন্ত্রের বাস্তবতা।

আজকে আমরা যে নির্বাচন প্রত্যক্ষ্য করছি, অন্যান্য উন্মুক্ত নির্বাচনের মতই, মানব স্বাধীনতার প্রকাশ, কাউকে বেছে নেবার স্বাধীনতার প্রকাশ, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, জাতীয় দিক নির্দেশনায় অংশ নেয়ার স্বাধীনতা।

এই স্বাধীনতার পাশাপাশি দায়িত্ব ও চলে আসে.. তথ্য নেওয়া ও তথ্যভিত্তিক বাছাই এর দায়িত্ব; প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়ার দায়িত্ব; এবং ফলাফল মেনে নেয়ার দায়িত্ব তাতে আপনার ইচ্ছে পূরণ হোক বা না হোক।

গণতন্ত্র মতবাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, জাতির ভবিষ্যৎ পথচলার মতবাদ। আমি মনে করি এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা খুবই ভালো: এর ফলে চাতির ভবিষ্যতের জন্য গভীর চিন্তা, প্রতিফলন ও সৃষ্টিশীলতা পরিচর্চা হয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতার অর্থ এেত কেই জয়ী হবে কেউ পরাজিত হবে, এবং আমি মনে করি এটি ও ভালো। যদিও প্রত্যেকে জয়ী হতে চায় তবে হারাটাও ভালো, এতে পরাজিতরা আরো বেশী গভীর মনোনিবেশ করবে কীভাবে আরো ভালো কর্ম- পরিকল্পনা প্রহণ করা যায় সংখ্যাগরিষ্ঠদের সমর্থন আদায়ে।

আমি ধারণা করছি যে শীঘ্রই আমরা প্রার্থীদের কাছ থেকে বিবৃতি শুনতে পাব। অতীত পথ নির্দেশক হয়ে থাকলে জাতির কল্যাণকে এগিয়ে নিতে বিজয়ীরা তাদের বিরোধী পক্ষের সাথে সেতু বন্ধন তৈরির অঙ্গীকার করবেন এবং তাদের (বিরোধী পক্ষের) জন্য মহানুভবতার সাথে কথা বলবেন। আর যারা হেরে যাবেন তারা ভোটের এই প্রতিযোগিতা ভাল হয়েছে - এটা স্বীকার করবেন এবং সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য বিজয়ীদের সাথে কাজ করার অঙ্গীকার করে শুভেচ্ছার সাথে ফলাফল মেনে নেবেন। বিজয়ী এবং পরাজিত প্রার্থীর এ ঐতিহ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যার ফলে ফলাফলের বৈধতা প্রতিষ্ঠা হয়, জাতির ঐক্যকে আরো জোরদার করে এবং ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ এবং কার্যকর পরিবর্তনের পথ মসৃণ করে।

বাংলাদেশও গণতন্ত্রের আনন্দ ও চাহিদার বিষয়টি জানে। বাংলাদেশও জনগণের মতামত শুনেছে এবং তা থেকে লাভবান হয়েছে। বাংলাদেশও যুক্তরাষ্ট্র অথবা অন্যান্য গণতন্ত্রের মত তার গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালী ও এবং ঐতিহ্যকে গভীরতর করতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। একটি শক্তিশালী গণতন্ত্র চলমান প্রক্রিয়া; যে প্রক্রিয়া এই মুহুর্তে যুক্তরাষ্ট্র ও এখানে বাংলাদেশে চলমান রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, গণতন্ত্র বিকশিত হয় এবং তা সত্যই সুন্দর। আর আমি অত্যন্ত খুশি ও সম্মানিত যে আপনারা আমার ও আমার সহকর্মীদের সাথে যোগ দিয়েছেন গণতন্ত্রের সর্বাধুনিক প্রক্রিয়া আমেরিকান স্টাইল প্রত্যক্ষ্য করতে। আজকের এই অনুষ্ঠান সম্ভব করায় আমাদের পৃষ্ঠপোষকদের সহায়তার জন্য আমি বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যাদের নামের তালিকা আমার পিছনে ব্যানারে লেখা রয়েছে।

আমার বক্তব্য শেষ এখন আমি ভোট দিতে যাচ্ছি। আমার ব্যালট এখানেই আছে এবং গণতন্ত্রের মত প্রকাশের সমম্মিলিত ধারায় আমার মতামত প্রদানের জন্য ব্যালট বক্সের দিকে এগিয়ে যাব। আপনারা যদি এখনও ভোট না দিয়ে থাকেন তবে আশুন আপনারাও আমাকে অনুসরণ করবেন।

ধন্যবাদ।

==========